সংবাদ
তারিখ 23 APR 2007

প্রতিবন্ধী শিক্ষা ব্যবস্থা এবং কিছু প্রস্তাব

এম আরজু

'শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড' শব্দটির সঙ্গে আমি একমত নই। শিক্ষকরাই জাতির মেরুদণ্ড এবং একজন শিক্ষককে একজন শিক্ষা বিজ্ঞানী হিসেবেই আমি মূল্যায়ন এবং শ্রদ্ধা করি। একজন শিক্ষকের মূল কাজ ব্যাপক পড়াশোনা ও গবেষণা করা অর্থাৎ শিক্ষা আহরণ করা এবং সহজ পদ্ধতিতে ছাত্রদের মধ্যে শিক্ষা দেয়া। একটি আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক অসাম্প্রদায়িক শিক্ষিত জাতি পাওয়াই তো একজন শিক্ষকের কাছে জাতির প্রত্যাশা।

কিন্তু শিক্ষক কী সেই প্রত্যাশা পূরণ করতে পারছেন? না পারছেন না। শ্রদ্ধেয় শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ একদিন দুঃখ করে বলেছিলেন– অনেক শিক্ষকরা নাকি পড়াশোনা করেন না। বিষয়টি নিয়ে আমি বেসরকারি হাইস্কুল পর্যায়ে অনুসন্ধান করি। ঘটনা বাস্তব। সংখ্যাগরিষ্ঠ শিক্ষকরা খবরের কাগজটুকু পর্যন্ত পড়ে না। রেডিওর খবর শোনে না। পড়াশোনা করার তাদের সময় নেই, আগ্রহও নেই। ক্লাসে পাঠদানেরও সময় নেই।

বেসরকারি হাইস্কুল পর্যায়ে পড়াশোনা হয় না বললেই চলে। যেমন– ক্লাস রুটিন অনুযায়ী একটি ক্লাসের সময় ৩০ মিনিট। ঘণ্টা পড়ার পর একজন শিক্ষক অফিস রুম থেকে ক্লাস পর্যন্ত যেতে এবং প্রস্তুতি নিতে ৫ মিনিট, ডায়েরি সই করতে ৫ মিনিট ব্যয় হয়, তা হলে সময় থাকে মাত্র ২০ মিনিট। ক্লাসে যদি ৫০ জন ছাত্র থাকে তা হলে ২০ মিনিটে একজন শিক্ষক কী শিক্ষা দেবে? আর যদি নিজের মোবাইল ফোনটা বেজে উঠে তো একশতে একশ। এর মধ্য স্কুল বন্ধ থাকে, সরকারি ছুটি ৮৫ দিন, শুক্রবার ৫২ দিন, জানুয়ারি ৩০ দিন ক্লাস হয় না বললেই চলে। তাহলে কি দাঁড়াল? বছরে ১৬৭ দিন ক্লাস হয় না। এর সঙ্গে হরতাল, অবরোধ, ঝড়, বৃষ্টি, বন্যা, পিকনিক, আদমশুমারি নির্বাচন ইত্যাদি বন্ধ তো আছেই। সাধা কথা বেসরকারি হাইস্কুল পর্যায়ে যথাযথ পড়ালেখা হয় না। দরিদ্র, স্বল্প আয়ের মানুষের সন্তানদের পড়া লেখার দরকার কি? তারা তো আর জজ-ব্যারিস্টার হবে না। শিক্ষা মৌলিক অধিকার সংবিধানে তো আছেই। বাস্তবায়ন হয়ে গেলে রাজনৈতিক নেতারা বক্তব্য দেবে কি নিয়ে। পড়ালেখা করতে হলে টাকা লাগবে, প্রতি বিষয়েই প্রাইভেট পড়তে হবে। আর প্রাইভেট পড়াতে গিয়েই শিক্ষকদের নিজে পড়ার সময় নেই। তারা ছাত্রজীবনে যা পড়েছে তা দিয়েই যেন বাকি জীবনটা চালিয়ে নেয়া বৈকি। সমকালীন সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান– জেনে লাভ কি?

এর জন্য কি শিক্ষকরা দায়ী? মোটেই না। দায়ী কে? সরকারের উদাসীনতা এবং প্রতিবন্ধী শিক্ষা ব্যবস্থা। একজন শিক্ষকের পড়ালেখা ও গবেষণা করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা পরিবেশ কি আছে? আছে কি তাদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা? না নেই। আমি বেসরকারি হাইস্কুলের কয়েকজন শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বর্তমান জাতিসংঘের মহাসচিবের নাম কি? কেউ বলতে পারলেন না। দুঃখ পেলাম এবং হতাশ হলাম। বুঝলাম পড়ালেখা করলে একজন শিক্ষক নিজের এবং তার পেশার কোন লাভ নেই। একজন আইনজীবী ও একজন চিকিৎসক মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত সমকালীন বিষয়ে পড়ালেখা ও গবেষণা করে তাদের পেশার স্বার্থে। পৃথিবীর কোথায় কোন আইন পাস হলে, চিকিৎসা বিজ্ঞানে নতুন কোন আবিষ্কার হলে দ্রুত সেই বিষয়ে চিকিৎসক, আইনজীবীরা গবেষণা করে এবং তা প্রয়োগ করে। আর শিক্ষকরা সেই তো গরুর রচনা।

এ ছাড়া উপায় কি? একজন শিক্ষকের বার্ষিক কোন ইনক্রিমেন্ট নেই। ১০০ টাকা বাড়ি ভাড়া, ১৫০ টাকা চিকিৎসা ভাতা, ২৫% উৎসব ভাতা, স্কুল পরিচালনা কমিটি সদস্যরা ৫ম-৮ম শ্রেণী পাস তারা আবার চোখ রাঙায়। উন্নত বিশ্বের শিশুরা কম্পিউটারে খেলাধুলা করে অথচ আমাদের শিক্ষকদের একটি কম্পিউটার নেই, শিক্ষার পরিবেশও নেই, এমনকি চালাতেও জানেন না। অভাবী শিক্ষক ও প্রতিবন্ধী শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে একটি মেধাবী, শিক্ষিত জাতির প্রত্যাশা স্বপ্নে স্বর্গে যাওয়ার মতো। সব মিলিয়ে শিক্ষক এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় হ-য-ব-র-ল অবস্থা। এ ক্ষেত্রে কিছু প্রস্তাব (১) সমকালীন ঘটনার ওপর শিক্ষকদের জন্য প্রতি বছর ইন-সার্ভিস এক্সামিনেশন অর্থাৎ চাকরিকালীন পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে এবং যারা উত্তীর্ণ হবে তাদের বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট দিতে হবে, আর যারা উত্তীর্ণ হবে না সমপরিমাণ ইনক্রিমেন্ট তাদের বেতন স্কেল থেকে কর্তন করা হবে। একজন শিক্ষক অবসর গ্রহণের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত প্রতি বছর ইন-সার্ভিস প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে হবে এবং মেধার প্রতিযোগিতায় তার মহান পেশায় টিকে থাকতে হবে।

শিক্ষকরা যদি শিক্ষিত থাকে জাতি তার সুফল পাবে। (২) বেসরকারি হাইস্কুল পর্যায়ে ক্লাসের সময় ১ ঘণ্টা এবং প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে লাইব্রেরি, বিজ্ঞানাগার স্থাপন করতে হবে। টিউশনি প্রথা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করতে হবে। (৩) সীমাহীন দুর্নীতি রোধে ম্যানেজিং কমিটি বাতিল করে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সমন্বয়ে স্থানীয়ভাবে এডুকেশন এডভাইজার কাউন্সিল গঠন করা এবং শিক্ষকদের বদলির ব্যবস্থা করতে হবে। (৪) পাঠ্য তালিকা থেকে সাবজেক্ট কমিয়ে কম্পিউটার, মোবাইল, সেলুন, কুটির শিল্প, ট্যুরিজম, ফ্রিজ, টিভি, এয়ার কন্ডিশন, অটোমোবাইল, দর্জি, ইলেকট্রনিক ইত্যাদি কর্মমুখী বিষয় পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, (৫) প্রতি সপ্তাহে একদিন সমকালীন বিষয়ের ওপর ছাত্র-শিক্ষক সেমিনার করতে হবে এবং সেমিনারে সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান বিষয়ে বিতর্ক অনুষ্ঠানসহ ছাত্র-শিক্ষক প্রশ্ন উত্তরের ব্যবস্থা করতে হবে। (৬) শিক্ষকদের জন্য সময় উপযোগী সম্মানজনক আলাদা, বেতন স্কেল প্রদান করতে হবে। (৭) ন্যাশনাল টিচার্স কাউন্সিল গঠন করতে হবে ও প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষকদের ভোটে কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হবে এবং নির্বাচিত সদস্যরাই শিক্ষকদের সমস্যা, শিক্ষার সমস্যাসহ সরকারের সমন্বয়ে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করবে।

লেখক : মহাসচিব, বাংলাদেশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্মচারী ফেডারেশন, কমলাপুর শেরে বাংলা রেলওয়ে উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা-১২১৭।